রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৮ সনের ২৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১২, ২০১৮

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৫৩—৩৫৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮২১—৮৩২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	৩৭—৪৭
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬২৭—৬৭২
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩১
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/২২ মে ২০১৮

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০২৯.১৮-৩৫১—অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উপসচিব জনাব এ এইচ এম আবদুল করিম (পরিচিতি নম্বর-৬২৬৩) গত ২৫-০৩-২০১৮ তারিখ রবিবার সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় ইমপালস হাসপাতাল, ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি...রাজিউন)।

২। জনাব এ এইচ এম আবদুল করিম ০১ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ২৭ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

৩। জনাব এ এইচ এম আবদুল করিম দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ০১ পুত্রসহ বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব এ এইচ এম আবদুল করিম এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন, বিচার ও বিভাগ
বিচার শাখা-৬
আদেশ

তারিখ: ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-১২/২০১৮-১৯৬—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব কাজী রবিউল হক (রবি), পিতা-মরহুম কাজী জহিরুল হককে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ

উপ-সচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭
আদেশাবলী

তারিখ: ১০ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-১৬৯/৭৭-৩১০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোহাম্মদ নূরুল আবছার, পিতা-এ.ইউ.এম আজিব উল্যাহ, মাতা-উম্মে আরা বেগম, গ্রাম-ফাজিলপুর, ডাকঘর-বাংলাবাজার, উপজেলা-বেগমগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ০৩ নং জিরতলী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩(অংশ-১)-৩১১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মাওঃ মোঃ আঃ রাজ্জাক, পিতা-মোঃ শমসের আলী, মাতা-মৃত রেজিয়া খাতুন, লতিফপুর, সারদাগঞ্জ, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ০২ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৭৯/২০০৪-৩১৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পিতা-মৃত মোতালেব দেওয়ান, মাতা-আনোয়ারা বেগম, গ্রাম-চর কৃষ্ণপুর উত্তর পাড়া, ডাকঘর-কৃষ্ণপুর, উপজেলা-মানিকগঞ্জ সদর, জেলা-মানিকগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ০৫ নং কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৭ ও ৮ ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-০৫/৯৮-৩১৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ এনামুল হক, পিতা-মোঃ আকবর আলী, মাতা-মোছাঃ-রওশন আরা, গ্রাম-বাথই, ডাকঘর-কাজীপাড়া, উপজেলা-কাহালু, জেলা-বগুড়া। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার ০৪ নং নারহট্ট ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা//স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-০১/৯৮(অংশ-৩)-৩১৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ রিদুয়ানুল হক, পিতা-মোহাম্মদ আইয়ুব, মাতা-খতিজা বেগম, গ্রাম-ইছামতি, ডাকঘর-ইছামতি, উপজেলা-সাতকানিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ০৯ নং পশ্চিম ঢেমশা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই নথির স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[শুল্ক]

বিশেষ আদেশ

তারিখ : ১০ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৪ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ২১৪/২০১৮/শুল্ক/২৩৫—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং-১৮৮৯/কাস-এস বি ডব্লিউ/২০১৮, তাং-১৫.০৩.২০১৮) বিপরীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো।

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	১,৫০,০০০.০০
০২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস্ (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	১,০০,০০০.০০
০৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	২৫,০০০.০০
০৪.	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন-অ্যালকোহলিক বেভারেজ	২৫,০০০.০০
	সর্বমোট =	৩,০০,০০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এ.এফ.এম শাহরিয়ার মোল্লা
সদস্য (শুল্ক: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৮ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.০৬০.১১.০১৮.১৬.২৭৪**—বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লেঃ মোঃ জাবের (এস), বিএনভিআর (পি নং-২৪২৪)-কে নৌ অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ১৭(১) এবং নৌ প্রবিধান ০৮০১ (এফ) অনুযায়ী প্রশাসনিক আদেশে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চাকরি থেকে বহিষ্কার (Dismissal from Naval Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. আবুল কালাম আজাদ
যুগ্মসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/১৭ মে ২০১৮

নং **৩৮.০০৮.০৩৪.০০.০০.০০৭.২০১৩-৪৭২**—রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার "ত্রিদিব নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়"-এর নাম পরিবর্তন করে "বলপিয়ে আদাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়" নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

গোপাল চন্দ্র দাস
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-২।
এল.এ কেস নং-৬/৬৯-৭০
ফরম- 'ঘ'
ঘোষণা
[সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ : ২৭ মে ২০১৮ খ্রিঃ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-১৪৫**—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৫-১৯৭০ খ্রিঃ তারিখের এর আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে।

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা : দক্ষিণ চর মানিকা, জে, এল নং-১১৯, সিট নং-০১, উপজেলা : চরফ্যাশন, জেলা : ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২, ৩, ৪, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৭, ৩৩১, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৮, ৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৮, ৪৫১, ৫৫৬, ৬২১।	৬৮.৪২

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাকির হোসেন
উপসচিব।

এল.এ. কেস নং-১৫০(বি)/৭৬-৭৭
"ঘোষণা পত্র"
(ফরম নং-"ঘ")
[সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ : ২৭ মে ২০১৮ খ্রিঃ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-১৪৬**—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ৩০-১২-৭৬ খ্রিস্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-বরিশাল, উপজেলা : বরিশাল সদর, মৌজা : কুন্দিয়াল পাড়া, জে.এল. নং-৭২।

দাগ নং-(আংশিক) : ৮৯২, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৬২, ৯৬৩ ও ৯৪৬/১২৫৭।

মোট জমির পরিমাণ : ০.৬৬ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাকির হোসেন
উপসচিব।

এল.এ. কেস নং-৪৩(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণা পত্র"

(ফরম নং-"ঘ")

[সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ : ২৭ মে ২০১৮ খ্রিঃ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-১৪৬**—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ১৭-১২-৭৬ খ্রিস্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-বরিশাল, উপজেলা : বরিশাল সদর, মৌজা : উত্তর কড়াপুর, জে.এল. নং-০১।

দাগ নং-(আংশিক) : ৩১৯৪, ৩১৯৫, ৩২০৮, ৩২০৯ ও ৩২১০।

মোট জমির পরিমাণ : ০.৫৩ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাকির হোসেন
উপসচিব।

এল.এ. কেস নং-১০৫(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণা পত্র"

(ফরম নং-"ঘ")

[সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ : ২৭ মে ২০১৮ খ্রিঃ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-১৪৬**—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ৩০-১২-৭৬ খ্রিস্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-বরিশাল, উপজেলা : বরিশাল সদর, মৌজা : কর্নকাঠী, জে.এল. নং-৫৭।

দাগ নং-(পূর্ণ) : ৩০৪৭।

দার্গ নং-(আংশিক) : ৪০০১, ৪০০৬, ৪০০৮, ৪১৩৩ ও ৪১৩৪।

মোট জমির পরিমাণ : ১.২৬ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাকির হোসেন
উপসচিব।

এল.এ. কেস নং-৩৩(w)/৭৬-৭৭

"ঘোষণা পত্র"

(ফরম নং-"ঘ")

[সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ : ২৭ মে ২০১৮ খ্রিঃ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-১৪৬**—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ১২-০২-৭৭ খ্রিস্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-বরিশাল, উপজেলা : হিজলা, মৌজা : কোলচর হরিনাথপুর, জে.এল. নং-১২৯।

দাগ নং-(পূর্ণ) : ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৫৩, ১৯৫৪ ও ১৯৫৫।

দার্গ নং-(আংশিক): ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৯, ১৯৩৯, ১৯৪১, ১৯৪৮, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৬ ও ১৯৫৯।

মোট জমির পরিমাণ : ৫.৬৮ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাকির হোসেন
উপসচিব।

এল.এ. কেস নং-২৩(বি)/৭৬-৭৭

"ঘোষণা পত্র"

(ফরম নং-"ঘ")

[সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ : ২৭ মে ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-১৪৬—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক ১৭-১২-৭৬ খ্রিস্টাব্দ এর আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-বরিশাল, উপজেলা : বরিশাল সদর, মৌজা : রায়পাশা, জে.এল. নং-১৬।

দাগ নং-(আংশিক) : ১৬১২, ১৬০৮, ১৬০৯, ১৬০৪, ১৬০২, ১৫৯৭, ১৫৯৬, ১৫৯৫, ১৫৮৬, ১৫৮৭ ও ১৫৮৪

মোট জমির পরিমাণ : ০.৩৯ একর।

ভূমি নক্সা বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ. শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাকির হোসেন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-০১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৯ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৭.০৩১.০১৯.০০.০০.০৩৩.২০১০-৮৫৭—যেহেতু জনাব মোঃ মহিউদ্দিন শামীম, প্রাক্তন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে (০১-০৬-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে সাঁট-লিপিকার পদে যোগদান করেন) কর্মরত থাকাকালীন বিনাঅনুমিতে এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে না জানিয়ে দীর্ঘদিন অননুমোদিতভাবে অফিসে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং বিভাগীয় মামলায় ০৫-০৪-২০১২ তারিখের ৪৭.০৩১.০১৯.০০.০০.০৩৩.২০১০-৪৯৬ নং স্মারকে তাঁকে চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Comuplsory retirement)" সূচক গুরুদন্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসর আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে এ.টি. ৯৫/২০১২ নং মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলা দো-তরফাভাবে পূর্ণশুনানীঅন্তে বিগত ০৪-০২-২০১৫ তারিখে রায় প্রদান করেন এবং উক্ত রায়ে তাঁকে ০৫-০৪-২০১২ তারিখের শাস্তির আদেশের পরিবর্তে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নতম টাইম স্কেলে হ্রাস করা, তাঁর অনুপস্থিতকালীন সময়কালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি এবং তাঁকে বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ চাকুরীতে তাঁর পদে পুনর্বহালের আদেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু এ.টি. ৯৫/২০১২ নং মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এ.এ.টি মামলা নং-২১৬/২০১৫ দায়ের করেন। অপরদিকে, বাদীপক্ষও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এ.এ.টি মামলা নং-১৯৮/২০১৫ দায়ের করেন। উক্ত আপীল মামলা দো-তরফাভাবে শুনানী অন্তে গত ০৯-০১-২০১৭ তারিখে সরকার পক্ষের আপীল নং-২১৬/২০১৫ খারিজ হয়ে যায় এবং একই সাথে বাদী পক্ষের আপীল নং-১৯৮/২০১৫ এর রায়ে ০৫-০৪-২০১২ তারিখের শাস্তির আদেশ বে-আইনী ও বাতিল ঘোষণা করতঃ চাকরিতে পুনর্বহালসহ চাকরিকাল হিসেবে গণ্য করা, তাঁর অনুপস্থিতকালীন সময়কাল ০১-০১-২০১১ হতে ২৬-০২-২০১১ এবং ২৭-০২-২০১১ হতে ১৩-০৪-২০১১ পর্যন্ত সময়কালকে গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর, বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ বিধি মোতাবেক প্রাপ্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাদির আদেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু পরবর্তীতে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনালের মামলার আদেশের বিরুদ্ধে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং এটি/এএটি শাখা হতে গত ০৩-১০-২০১৭ তারিখের স্মারক নং-১০.০০.০০০০.১৩৬.৫০. ০১৯/১৭(সুপ্রীম)-৭৫২ মূলে লীভ-টু-আপীল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং পুনরায় বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনালের মামলার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন, ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং এটি/এএটি শাখা হতে গত ০৮-০৪-২০১৮ তারিখের স্মারক নং-১০.০০.০০০০.১৩৬.৫০.০১৯/১৭(বিবিধ)-২৩৪ মূলে লীভ-টু-আপীল দায়ের না করার পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের ১৯৮/২০১৫ নং মামলার ০৯-০১-২০১৭ তারিখের আদেশ-এর ভিত্তিতে জনাব মোঃ মহিউদ্দিন শামীম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (বাধ্যতামূলক অবসর), মিরপুর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার ০৫-০৪-২০১২ তারিখের ৪৭.০৩১.০১৯.০০.০০.০৩৩.২০১০-৪৯৬ নং শাস্তির আদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত তারিখ হতে জনাব মোঃ মহিউদ্দিন শামীম-কে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো। তাঁর অনুপস্থিতকালীন ০১-০১-২০১১ হতে ২৬-০২-২০১১ এবং ২৭-০২-২০১১ হতে ১৩-০৪-২০১১ পর্যন্ত সময়কালকে গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক সকল বকেয়া বেতন, ভাতাদি এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস.এম. গোলাম ফারুক
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২০ মে ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৮.২০১৭-১৬৮—যেহেতু, ডাঃ মোহসিনা আহমেদ (৪১৬৮৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা) গত ১২-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৮-১০-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৪ বছর ১০ মাস ১৭ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ১৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৮.২০১৭-৪৯৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক না হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে গত ১৩-০৫-২০১৮ খ্রিঃ পুনরায় তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোহসিনা আহমেদ (৪১৬৮৮) ৪ বছর ১০ মাস ১৭ দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। অভিযুক্তের ১ম ও ২য় ব্যক্তিগত শুনানী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাবা ও বোনের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এছাড়া, এই বিষয়গুলোর সাথে তাঁর স্বামীর অসহযোগিতা তাঁর সাংসারিক জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। এর ফলে তিনি সঠিক সময়ে কর্মস্থলে যোগদান করতে পারেননি।

সেহেতু, ডাঃ মোহসিনা আহমেদ (৪১৬৮৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা) এর কারণ দর্শানোর জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানী পর্যালোচনান্তে মানবিক কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' (ডিজারশন) এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হলো। তাঁকে ভবিষ্যতে সরকারি চাকুরির নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালনের পরামর্শ প্রদান করা হলো। তাঁর চাকুরির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ১২-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৮-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৪ বৎসর ১০ মাস ১৭ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির সময়কালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসাবে মঞ্জুর করা হলো এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব।